ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

বিশেষ ক্রোড়পত্র ১৭ এপ্রিল ২০১১ রবিবার

প্রকাশনায় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ নেওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ বিশ্ব দরবারে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী এবং জনাব এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে– যাঁদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সংগঠকসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকলস্তরের জনগণকে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা আজও সে লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে দিন বদলের সনদ তথা 'ভিশন-২০২১' ঘোষণা করেছেন। পরিবর্তনের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানাই।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানুক এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক–এই কামনা করি।

খোদাহাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

১৭ এপ্রিল ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল. বাঙালি জাতির জীবনে একটি লাল অক্ষরে লেখা ঐতিহাসিক দিন মুজিবনগর দিবস। ১৭ এপ্রিল থেকেই সরকারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা এবং সমন্বয়িত কর্মকাণ্ডের সূচনা। আসুন আমরা এবার ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখি।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর পাকিস্তানী মানসিকতা ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী এই ভূখণ্ডের প্রতিটি অবস্থানের মানুষ, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আলোকে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলে। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী বাঙালি হত্যা ও তার জাতিসত্তাকে বিলুপ্ত করার এক নীলনকশা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে কার্যকর করার পথে অপ্রতিরুদ্ধভাবে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার ধারার বিরুদ্ধে ১৯ মার্চ ১৯৭১ সর্ব প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে অবস্থিত মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মইনুল হোসেন, ক্যাপ্টেন এ এস এম নাসিম–এদের নেতৃত্বে বাঙালি অধ্যুষিত সেনা দল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এই ধারাবাহিকতায় ২৪ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামে বাঙালি সেনা ট্রেনিং সেন্টারে লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী ও ইপিআর-এর উইং কমান্ডার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বিদ্রোহের ও প্রতিহতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২৪ মার্চই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন শাফাত জামিলের চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট একই ধারায় অগ্রসর হয়। ২৫ মার্চ রাতে লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীকে হত্যা করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী। ২৫ মার্চ প্রায় মধ্য রাতে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে তথা সমগ্র বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী হায়নার হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় সাম্প্রতিক বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ।

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর সকল পরিকল্পনারত সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহীরা সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ সিলেটে মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত, চুয়াডাঙ্গায় মেজর আবু ওসমান, যশোরে ক্যাপ্টেন নোয়াজেশ, ঝিনাইদহে সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার মাহাবুব উদ্দিন শত শত সশস্ত্র সৈনিক ও জনগণ নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন।

একই দিনে চট্টগ্রামের কুমিরায়, কুমিল্লা থেকে অগ্রসররত পাকিস্তানি "ফ্রন্টিয়ার ফোর্স" বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যকে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে হত্যা ও ধ্বংস করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার এক দিন পর ২৭ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার বার্তা পাঠ করেন।

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

এমনি বিচ্ছিন্নভাবে সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী একই কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের একটি বৈঠকের উদ্যোগ নেন।

এই বিষয়টি চেতনায় ধারণ করে সীমান্ত অতিক্রমের পর ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ তাজউদ্দিন আহমেদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেই বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী তাজউদ্দিনের কাছে জানতে চান, "How is Sheikh Mujib? Is he all right?" তাজউদ্দিন বলেন, "তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন। ২৫ মার্চের পর তাঁর সাথে দেখা হয়নি। আমাদের আশ্রয়, খাদ্য ও অস্ত্র প্রয়োজন"। ৫ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদ আবারও শ্রীমতী গান্ধীর সাথে দেখা করেন। সেখানে ৮ দফা খসড়া চুক্তিনামা প্রণীত হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদ কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সভা আহ্বান করেন। যেখানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, খাদ্য ও অস্ত্র সহায়তা, বিশ্বব্যাপী প্রচারণা ও স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ'কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার জন্য সর্বসম্মতভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" জারি করেন। পূর্বেই দুই পরিষদের সদস্যদের গণপরিষদ সদস্য ঘোষণা করা হয়। ১০ এপ্রিলের এই ঘোষণাই আমাদের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ১৫০ অনুচ্ছেদে "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" বা সনদ নামে উল্লিখিত আছে। এই ঘোষণার ৬ নম্বর প্যারায় বলা হয়, "যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।"

৯ নম্বর প্যারায় বলা হয়, "..... সেই হেতু আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

১০ নম্বর প্যারায় বলা হয়, "এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

১৫ নং প্যারায় বলা হয়, "আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।" [সূত্র ঃ সংবিধান-চতুর্থ তফসিল, অনুচ্ছেদ-১৫০]

স্বাধীনতার ঘোষণায় ক্ষমতাবান হয়ে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১০ এপ্রিল ১৯৭১ প্রথম অধ্যাদেশ জারি করে আইনের অব্যাহতি কার্যকরণ ও সরকারের ধারাবাহিকতাকে অনুমোদন করেন। ঘোষণা করেন এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে।

এই অধ্যাদেশ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আলোকে স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার গঠিত হয়। সংসদীয় কমিটিতে ১৭টি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে-

মে. জে. (অব:) হেলাল মোর্শেদ খান, বি.বি.

১. বাংলাদেশ সরকারের নাম হবে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"। ২. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী হবেন তাজউদ্দিন আহমেদ। ৩. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করা হলো। ৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সনদ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; ৫. চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ মন্ত্রিসভাকে শপথ পাঠ করাবেন; ৬. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ আইন বলবৎকরণ আদেশ জারিকে আইনে পরিণত করা হলো; ৭. ১০ এপ্রিল তাজউদ্দিনের দেয়া বেতার ভাষণ অনুমোদন করা হলো; ৮. মুক্তিফৌজকে "মুক্তিবাহিনী" নামকরণ করা হলো; ৯. ৫এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা ও গৃহীত খসড়া বিষয়গুলো অনুমোদিত হলো; ১০. কর্নেল এমএজি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ অনুমোদিত হলো; ১১. বাংলাদেশের রাজধানীর নামকরণ হলো, "মুজিবনগর"; ১২. বাংলাদেশকে ৫ বা অধিক সেক্টরে বিভক্ত করে মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ অনুমোদন করা হলো; ১৩. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মন্ত্রিপরিষদের সাক্ষাৎ করার সুপারিশ; ১৪. একটি সমর পরিষদ (ওয়ার কাউন্সিল) গঠন অনুমোদন; ১৫. বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ; ১৬. অস্ত্র কেনার জন্য দেশে-বিদেশে প্রচেষ্টা চালানো; ১৭. যুদ্ধের অস্ত্র, বস্ত্র ও রসদ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মাধ্যমে সৈন্যদের মধ্যে সরবরাহের সিদ্ধান্ত। ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর নতুন সাজে সজ্জিত। নেতৃবৃন্দ, দেশী-বিদেশী সাংবাদিকসহ প্রায় শতাধিক যানবাহনে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া জেলায় মেহেরপুর মহকুমার আম্রকাননে সমবেত। টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত এমএনএ আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মেহেরপুরের এমপিএ ডা. আসাবুল হক, সাব ডিভিশনাল অফিসার তৌফিক এলাহি চৌধুরী, ঝিনাইদহের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, ইপিআর উইং কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার) মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের প্রথম সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিয়োগ দেয়া হয় জনাব হাসান তৌফিক ইমামকে। সংস্থাপনের দায়িত্ব পান জনাব নূরুল কাদের খান। জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান খান অর্থ, জনাব এমএ সামাদকে প্রতিরক্ষা সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ আমাদের সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিকভাবে যুদ্ধরত যোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দ এক উদ্দেশ্য ও অভিন্ন লক্ষ্য পেয়ে উদীপ্ত মনোবলে বলীয়ান হয়ে উঠে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটিও গঠিত হয়। বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য স্বীকারকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে দূতাবাসসমূহ গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে।

আমাদের ইতিহাসের মূল শেকড়ের সন্ধানে যখনই আমরা যাবো, তখনই আমাদের সরকারের ইতিহাসকে শুরু করতে হবে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল থেকে। কারণ এ'দিনই মুজিবনগর সরকার শপথ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দেশ, একটি পতাকা, জাতীয় সংগীত ও জাতিসত্তার যাত্রা শুরু হয়েছে। যেহেতু ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে কিছুই সম্ভব ছিল না, সে কারণে জাতির ঐক্যের প্রতীক, দেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার।

–মেজর জেনারেল (অব:) হেলাল মোর্শেদ খান, বীরবিক্রম
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

সৌজন্যে : ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক চিরভাস্বর দিন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদনাথতলার আম্রকাননে সরকার শপথ গ্রহণ করে। ঘোষিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। সেদিন থেকে এ স্থানটি মুজিবনগর নামে পরিচিতি লাভ করে।

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। পাকিস্তানী কারাগারে বন্দি জাতির পিতাকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, জনাব তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিসভার সদস্য করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

মুক্তিকামী সকলস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রেখে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

কিন্তু পরাজিত শত্রুরা চুপ করে বসে থাকেনি। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর অতিক্রম না হতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আড়াই মাসের ব্যবধানে ৩রা নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জাতীয় নেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ৩৬ বছর পর হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করার মাধ্যমে জাতি কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। জেলখানায় নিহত ৪ নেতার হত্যা মামলার পুনর্বিচারের কাজ এগিয়ে চলছে। যুদ্ধপরাধীদের বিচারের কাজ এগিয়ে চলেছে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি দেশবাসীকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব.) এমপি
প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের তৎকালীন বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম বৈধ সরকার শপথ গ্রহণ করে। নব গঠিত এই সরকারের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী বাঙ্গালি জাতিকে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব দ্বারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সে স্বপ্ন পূরণে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তা ১৯৭০-এর নির্বাচনের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। তাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মুক্তিপ্রত্যাশী বাঙালি জাতিকে মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতির তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বান জানান। এদিকে ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অতর্কিতে বাঙালি আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর আক্রমণ চালায়। ফলে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাঙালি জাতির জনক মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সমগ্র দেশে মুক্তির লক্ষ্যে ব্যাপক জনযুদ্ধ শুরু হয়। এই মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের দিকে অগ্রসর করে নেয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। বাংলার গণপ্রতিনিধিরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, জনাব তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিসভার সদস্য করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এই সরকার গঠিত হবার পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধ হয় আরও বেশি সুসংগঠিত, সুসংহত ও দুর্বার।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্রের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর এদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে আশার কথা এই যে, জনগণের বিপুল ভোটে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আজ ক্ষমতায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে অন্যায়, অত্যাচার ও প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে সগর্বে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হব।

আজকের এই মহান মুজিবনগর দিবসে দেশবাসীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব.) এমপি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর দিবস ইতিহাসের একটি অনন্যসাধারণ দিন। ১৯৭১ সালের এদিনে বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রথম আত্মপরিচয় ঘোষণার দিন এই মুজিবনগর দিবস।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তারই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় মুজিবনগর সরকার-এর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন এ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এই সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়; যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। দেশের সমগ্র যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে নতুন উদ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এই সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নতুন দেশ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বাঙালির ন্যায়সংগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত তৈরি হয় এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়। সুতরাং, আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের অবদান অপরিসীম। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পথে মুজিবনগর সরকার ছিলো শ্রেষ্ঠতম শুভসূচনা। মূলত জাতির জনকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি।

লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আমাদের আজকের নবপ্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠাই হোক আজকের এই শুভদিনের দৃঢ় অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মিজানুর রহমান